R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

তথ্যাদি সংগ্রহের পর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র : শক্তিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৪ আগষ্ট—ভারত সরকার বৃহদাকার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে পাঁচটি স্থান নির্বাচন করেছেন, ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার ষ্টেশন তাদের মধ্যে অন্যতম। ফরাক্কায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালের প্রত্যক্ষ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী পি রামচন্দ্রন। শশাঙ্কবাবুকে লেখা একটি চিঠিতে রামচন্দ্রন লিখেছেন, ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কিত আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। এই প্রকল্পের অনুসন্ধানের কাজ সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ শেষ হলে পরেই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া যায়। শশাঙ্কবাবু চিঠির একটি অনুলিপি (ডি ও নং ৩২ (১৯)/৭৭-ই এল-আই, নতুন দিল্লী, ৮ আগষ্ট, ১৯৭৭) জঙ্গিপুর সংবাদ দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জঙ্গিপুরের বিভাগীয় একজন এ্যাসিসটেনট ইনজিনিয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, আসাম, ওড়িশা প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যগুলি উপকৃত হবে। আমরা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হাত থেকে মুক্তি পাবো।

রেশনে আতপ-উষ্ণের টানাপড়েন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জরুরী অবস্থার সময় তদানীন্তন সরকারের বিভিন্ন ব্যাপারে কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা গেছে। তার মধ্যে রেশনে চাল সরবরাহ একটি। জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক জি মণ্ডলের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেছে। যেমন, পূর্বতন রাজ্য সরকার বলেছিলেন, কলকাতার রেশনে আতপ এবং গ্রামাঞ্চলের রেশনে উষ্ণ চাল সরবরাহ করা হবে। অর্থাৎ লোকাল প্রোকিওরমেনট যা হয় তাই দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার সঙ্গে আংশিক রেশনেও আতপ চাল সরবরাহ অব্যাহত রাখা হল। আর সেই চালের মান এত খারাপ যে, মানুষের পক্ষে খাওয়া অসম্ভব। তবু মানুষ খাচ্ছে এক রকম বাধ্য হয়ে, ক্রয়ক্ষমতা নাই বলে। গরীবীর সুযোগে আমাদের দেশের মানুষের জীবনীশক্তি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে সরকারীভাবে রেশনে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়ে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খুনে ফরাক্কা, ডাকাতিতে সাগরদীঘি শীর্ষে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার ৫টি থানার মধ্যে খুনে ফরাক্কা এবং ডাকাতিতে সাগরদীঘি থানা প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান অর্জন করেছে। ওই সময়ের মধ্যে মহকুমায় খুন হয়েছে ১২টি—ফরাক্কায় ৪টি, সামসেরগঞ্জ, সুতী, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘিতে ২টি করে। ১৯৭৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ১০টি। অন্যান্য বছরের মত এবারও ডাকাতিতে সাগরদীঘি থানা শীর্ষ স্থান অধিকারের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ বছর ৩১ জুলাই পর্যন্ত মহকুমায় ডাকাতি হয়েছে ১০টি, তার মধ্যে সাগরদীঘিতে ৫টি, ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জে ১টি করে এবং সুতীতে ৩টি। সামসেরগঞ্জে ডাকাতি হয়নি। ১৯৭৬ সালে মহকুমায় ডাকাতি হয়েছিল ৬টি, তার মধ্যে ৩টিই সাগরদীঘিতে। এ বছর একই সময়ের মধ্যে মহকুমায় ছোট বড় চুরির ঘটনা ঘটেছে ১৭৫টি, রাহাজানি হয়েছে ১০টি। গত বছর ছোট বড় চুরি হয়েছিল ২৯০টি, রাহাজানি ১টি। পুলিশী পরিসংখ্যানে এ সব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

জলনিকাশী প্রতিশ্রুতি

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৪ আগষ্ট—ফরাক্কার ফিডার ক্যানাল সংলগ্ন জঙ্গিপুর মহকুমার ২০ বর্গমাইল এলাকা গত ৩ বছর ধরে জলের তলে রয়েছে এবং অতি বর্ষণের ফলে এ বছর তার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়ে জনজীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে—এই সমস্যা সমাধানের জন্য জল নিকাশের দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা জনতা পারটির নেতা ডাঃ অজিতকুমার মৈত্রের নেতৃত্বে আটজনের এক প্রতিনিধি দল গত ১০ আগষ্ট মহাকরণে রাজ্য সেচমন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে গণ স্মারকলিপি পেশ করেন। সেচমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর মিছিলের সামনে আসেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞ অফি-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্কুলের ভেতর স্কুল সম্পাদকের কুকীর্তি

সাগরদীঘি, ২০ আগষ্ট—দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, বোখারা হাজী জুবেদ আলী বিদ্যাপীঠ পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক ফইমুদ্দিন মণ্ডলকে গত ৯ আগষ্ট রাত্রে মদ ও মেয়ে নিয়ে স্কুলের অফিস ঘরে দেখা যায়। গ্রামের দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করলে সম্পাদক স্কুলের প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান। চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা জড় হন এবং মেয়েটিকে আটকে রাখেন। প্রধান শিক্ষক এসে রাত দশটা নাগাদ সাগরদীঘি থানায় ফোন করেন। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে ওসি তারাপদ চ্যাটারজি ঘটনাস্থলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিষ্ফল আবেদন

সাগরদীঘি, ২০ আগষ্ট—দু'নম্বর সাগরদীঘি অঞ্চলের পোপাড়া পশ্চিম গ্রামসভায় একটি পুকুরের জলে ১১টি বাড়ি ধসে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গ্রামবাসীরা বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য পাম্প করে জল বের করে দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে বিডিও অফিসে আবেদন জানিয়েছিলেন। বিডিও গ্রামবাসীদের আর্ত আবেদন উপেক্ষা করে নিজেদের খরচে পাম্প করে জল বের করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। গ্রামবাসীরা এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। খবরটি গ্রামবাসী সূত্রের

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া. ৮৭, লেনিন সরনী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

চিনির হুঁচোট

যে চলে, পথে হুঁচোট খাওয়ার কথা তাহারই। কিন্তু পথচারী চলিতেছে, অথচ যে স্থির, সেই যদি হুঁচোট খায়, তবে তাহা কতখানি হাস্যকর, সহজেই অনুমেয়।

প্রকারান্তরে এই রকম ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে এই মহকুমার সাতটি ব্লকে রেশনে চিনির হালের ক্ষেত্রে। সংবাদ কেন, ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন, এতৎ অঞ্চলে ৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে রেশন ব্যবস্থায় চিনি সরবরাহ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কারণস্বরূপ জানা যায় যে, রেশন কার্ড চেকিং যাহা সাত মাস আগে হইয়াছিল, তাহার ফলে পূর্বাপেক্ষা ইউনিট বাড়িয়া যায়। ইউনিট বাড়িল, কিন্তু কোটা আগের ইউনিট মত রহিল। তাই আখেরে মজুত ভাণ্ডারে চিনির ষ্টক কম থাকায় রেশনে চিনি দেওয়া বন্ধ হইল। পরে অবশ্য ইউনিট প্রতি ৫০ গ্রাম চিনি কম দিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রাণে না মারার উপায় রাখা হইল। ধুকধুক করুক, সেই ভাল।

সরবরাহ বিভাগ কার্ড চেকিং প্রভৃতি কাজ জোর কদমে চালাইলেন। ইউনিট বাড়িয়া যাওয়ার খবরাখবর নিশ্চয়ই যথাস্থানে গিয়া থাকিবে। যদি না গিয়া থাকে, তবে বলিবার কিছু নাই। কেন না মানুষের দুর্দশা-সংঘটনের নানা ছিনিমিনি খেলা সর্বত্র চলিতেছে, এ আর এমন কী? আর যদি রিপোর্ট সত্ত্বেও মজুত ভাণ্ডারের হিসাব মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না হইয়া থাকে, তবে রেশনপ্রত্যাশী তীর্থের কাক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা যে নবপর্যায়ে হুঁচোট খাইলেন, তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। এই সুযোগকে পুরাপুরি কাজে লাগাইতে তড়িৎ-তৎপরতা দেখাইয়াছেন ব্যবসায়ীরা চিনি লুকাইয়া এবং দর বাড়াইয়া। তাঁহারা জানেন, সামনে ঈদ ও পূজার মরশুম। প্রচুর চিনি বিক্রয় হইবে। রেশনে ইউনিট পিছু ৫০ গ্রাম কমাইয়া ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা কতই বা হইবে! অতএব হমারে পাস আনে হোগা। আর যদি কোটা না বাড়ে, তবে 'গণেশজী কী কিরপা সে নাফা ত জ্যাদা হোগা হী হোগা'। অতএব মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের আরেকটি হুঁচোট সংযোজন লক্ষ্মীছাড়া মানুষের মনের কালাধারেই রহিয়া গেল।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

হাসপাতালে মধুচক্র

১৩ জুলাই, ১৯৭৭ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল সম্পর্কিত সংবাদে হাসপাতালের নারসেস হোষ্টেলকে 'মধুচক্র' আখ্যায় ভূষিত করায় আমাদের সমস্ত নারসিং ষ্টাফদের পথচলা দুষ্কর হয়ে পড়েছে, স্থানীয় এলাকা থেকে নানা রকম টিটকিরি শুনতে হচ্ছে। কিন্তু কেন আমরা তা শুনবো? কয়েকজন ষ্টাফসহ আমি যদিও হোষ্টেলের আবাসিক নই, তবু জানাচ্ছি যে, নারসেস হোষ্টেলের উল্লেখ করায় সমস্ত নারসিং ষ্টাফই এই বদনামের অংশীদার হয়ে পড়েছেন। খবর নিলে জানতে পারবেন, অনেক ষ্টাফই এ সব নোঙরামির সাথে জড়িত নন। যদিও আমি জানি না, কাদের উদ্দেশ্য করে 'মধুচক্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে অথবা আদৌ এমন কেউ হোষ্টেলে আছেন কি না; তবুও আমার একান্ত অনুরোধ, ভবিষ্যতে এ রকম কোন মন্তব্য করার সময় দয়া করে যদি কে বা কারা এ সব ব্যাপারে জড়িত, তাদের নাম, ঘটনার বিবরণ ও সময় উল্লেখ করে দেন তবে আমাদের মত সমস্ত ষ্টাফ অন্ততঃ এ সব দুর্নামের হাত থেকে রেহাই পাবেন। —সিনিয়র নারসিং ষ্টাফ এর পক্ষে প্রতিমা চ্যাটার্জি, জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল।

অস্থায়ী কমিটি গঠন

কর্মকর্তাগণের ঔদাসীন্যে বেশ কিছুদিন থেকে মনিগ্রাম কিশোর সংঘের পরিচালন ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় সংঘটি ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংঘের অধিকাংশ সক্রিয় সদস্য গত ১৮ জুলাই সংঘের স্থায়ী সভাপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন এবং পূর্বতন কমিটি বাতিল করে এ্যাড হক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। সভাপতি ওই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জটিলতা আরো বেড়ে যায় এবং এই সুযোগে কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সংঘের গঠনতন্ত্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বাধ্য হয়ে সংঘের সক্রিয় সদস্যরা গত ২৮ জুলাই এক জরুরী সভায় সংঘের নিয়ম অনুযায়ী পূর্বতন কমিটি বাতিল করে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করেন। জনান্তিকে প্রকাশের জন্য আপনার কাছে পাঠালাম। —হারাধন মণ্ডল, সাঃ সম্পাদক, মনিগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগার (সাগরদীঘি)।

মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্র

'মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্র কার্যতঃ ব্যর্থ' শিরোনামায় গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত সংবাদে গ্রামবাসী যে অভিযোগ করেছেন তা ভিত্তিহীন। কারণ (১) মেষ সম্প্রসারণ কেন্দ্রের জমি মেষ বিচরণের জন্য ব্যবহৃত হয় (২) লিচু, আম, লোম ও ঘাস সময়মত নিলামের মাধ্যমে বিক্রী হয়ে থাকে, অতএব চোরাপথে পাচারের কোন প্রশ্ন ওঠে না (৩) সরকারী যে সমস্ত ষাঁড়ের প্রজনন ক্ষমতা নাই, বৃদ্ধ হয়েছে, যা লোকের কোন উপকারে আসে না; তা নিলামে বিক্রী হয় (৪) ফার্মে যে কোয়ার্টার আছে তাতে রাত্রে দারোয়ান থাকে, কাজেই সমাজবিরোধীদের আড্ডা এবং টাকা নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না এবং (৫) কেন্দ্রে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের মফঃস্বলে কাজের জন্য যেতে হয় বলে নিয়মিত উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না, অন্যথায় তাঁরা সময়মত উপস্থিত থাকেন। —নরেন্দ্রনাথ কর্মকার, সহকারী পশু উন্নয়ন আধিকারিক, জঙ্গিপুর।

কৃষিপ্রধান এলাকার রাস্তা

সাগরদীঘি সড়ক সংস্থা ৬টির মধ্যে সেখদীঘি থেকে যুগর পর্যন্ত ১২ কিমি দীর্ঘ যে রাস্তাটি তৈরীর সুপারিশ করেছেন, ওই রাস্তার মধ্যবর্তী গ্রাম থেকুরে রাজ্য সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ঐতিহাসিক মসজিদ বর্তমান। রাস্তাটি পাকা হলে পর্যটকদের কাছে মসজিদটি আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হবে। চন্দনবাটী থেকে দিয়ারা রাস্তাটি আর একটু বাড়িয়ে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত পাকা করলে ভূ ভারতের সঙ্গে সড়কপথে আজিমগঞ্জের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। আগে এ রকম একটা প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কার্যকর হয়নি। —দীপক-কুমার বর্মণ, থেকুর, সাগরদীঘি।

তব লাগি ব্যথা

মানিক চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৪ সালের ঘটনা। বেনারসে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে আমলের সঙ্গীত জগতের দিক্‌পালেরা এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই আসরে এক বাঙালী কিশোর শিল্পী 'মালকোষ' রাগে 'রেখাব' এবং 'পঞ্চম' এই দুই বিবাদী স্বর প্রয়োগ করে মালকোষ রাগের যথার্থ রস সৃষ্টি করে আসরের গুণী শিল্পীদের কাছ থেকে অজস্র আশীর্ব্বাদ পেয়েছিলেন। এই কিশোর শিল্পী হলেন স্বর্গতঃ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

তিনি সেদিন প্রমাণ করেছিলেন প্রকৃত সঙ্গীত সবসময় ব্যাকরণের আঙ্গিকে বাঁধা থাকে না; ব্যাকরণ ছাড়াও সঙ্গীতের আর একটি দিক আছে—সেটা হল সঙ্গীতের প্রাণের দিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সঙ্গীত হল একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে।

উত্তর কলকাতার বলরাম দে ষ্ট্রীটের এক বাড়ী থেকে তাঁর সঙ্গীত জীবন শুরু হয়েছিল। বাল্যজীবনে 'সীতাহরণ' পালার 'সীতা' ও মন্দোদরীর করুণ বিলাপ তাঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের সূত্রপাত। সে আমলের কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী নগেন দত্ত মহাশয়ের কাছে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাদ্রাসায় পুলিশ মোতায়েন

১০ আগষ্টের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় পুলিশ মোতায়েন' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে জানাচ্ছি যে, অন্তর্কলহে এক মাস মাদ্রাসা বন্ধ থাকার কথা সত্য নয়। ৬ আগষ্ট পর্যন্ত মাদ্রাসা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে পুরোদমে চলেছে। সহকারী প্রধান শিক্ষক বে অসামাজিক লোকজন নিয়ে কস্মিনকালেও গণ্ডগোল পাকাবার পক্ষপাতী নন, পরন্তু অনুরূপ সম্ভাবনা এড়াতে বরাবর অভ্যস্ত, সরকারের বিভাগীয় রিপোর্টে তার উজ্জ্বল রেকর্ড রয়েছে। শান্ত পরিবেশে, পবিত্র মাদ্রাসায় পুলিশ মোতায়েন অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য। —আবু খালেদ, রঘুনাথপুর, জঙ্গিপুর।

রহস্যজনক মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ, ২৩ আগষ্ট—শহরের অশ্বিনীকুমার দাসের পরিচারক জগতাই এর গদাধর সিং ওরফে চন্দনের রহস্যজনক মৃত্যুতে শহরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, গতকাল সকালে অশ্বিনী দাসের বাড়িতে চন্দনের মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। মৃতদেহের গলায় লুঙ্গির ফাঁস জড়ানো ছিল এবং মুখের ভেতর গামছার কিছু অংশ ঢুকে ছিল। ডান হাতে এবং বাঁ পায়ে ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে। সুতী পুলিশ মৃতদেহটি থানায় নিয়ে গেলে সেখানে সি পি এম ও আর এস পির প্রায় এক হাজার সমর্থক থানার সামনে জমায়েত হন। তাঁদের দাবি ছিল হত্যাপরাধে অশ্বিনী দাসকে গ্রেপ্তার করা হোক। এস ডি পি ও এবং সেকেণ্ড অফিসার ওই সময় থানায় উপস্থিত ছিলেন। গতকাল পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। আর এস পির এক প্রতিনিধি দল গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ সুপারকে একটি স্মারকলিপি দেন। ময়না তদন্ত হয়েছে, তবে পুলিশ এখনও রিপোরট পায়নি। জঙ্গিপুর আদালতে গতকালই চন্দন হত্যার একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

মৃত্যু গণপ্রহারে ঃ সুতী থানার ফতুল্লাপুরে ১৭ আগষ্ট সন্ধ্যায় মাজেদ সেখ নামে 'চরিত্রহীন' একজন লোক গ্রামের ধনপতিলাল দাসের বাড়িতে ঢুকে গৃহস্বামীর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। সেই সময় গৃহস্বামী বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর চিৎকারে মাঠ থেকে লোকজন ছুটে আসে এবং পিটিয়ে মাজেদকে মেরে ফেলে। পুলিশ দু'জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং জঙ্গিপুর আদালতে হত্যা ও শ্লীলতাহানির দুটি মামলা রুজু করেছে। এ খবরটিও পুলিশ সূত্রের।

মোটর সাইকেল উদ্ধার ঃ ফরাক্কা পুলিশ ২৩ আগষ্ট ওই থানার যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামের লুজান সেখের বাড়ি থেকে একটি খোয়া যাওয়া রয়াল এনফিল্ড মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছে। নিউ ফরাক্কা থেকে মোটর সাইকেলটি ওই দিনই চুরি গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

বিড়ির মশলা ও লবঙ্গ উদ্ধার ঃ রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গত ২২ আগষ্ট গাড়িঘাট থেকে ভগবানগোলার আখেরীগঞ্জের অবিনাশ প্রামাণিককে ২৭০০ লবঙ্গ সমেত গ্রেপ্তার করেছে। একই দিনে গাড়িঘাটে দু'কুইন্টাল বিড়ির মশলা সমেত এই থানার হাতবান্ধা গ্রামের আমিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লবঙ্গ এবং বিড়ির মশলা আটক করা হয়েছে।

রক্তমাখা ছোরা আটক ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের একটি চায়ের দোকান থেকে পুলিশ ২৩ আগষ্ট রক্তমাখা একটি ছোরা আটক করেছে। গ্রেপ্তারের খবর নাই।

তব লাগি ব্যথা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নাড়া বাঁধলেন ভীষ্মদেব। নগেন দত্ত পরবর্ত্তীকালে যোগাযোগ করে দিলেন সে যুগের প্রখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ বাদল খাঁর সঙ্গে। বাদল খাঁ সাহেব ছিলেন প্রকৃত জহুরী। তিনি বুঝলেন এ কিশোর গত জীবনের বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। অকৃপণভাবে তিনি তালিম দিতে শুরু করলেন ভীষ্মদেবকে। এর পর ভীষ্মদেব পরিণত অবস্থায় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছেও কিছুদিন তালিম নিয়েছেন। এই দুই ঘরানার অমূল্য সম্পদকে তিনি তাঁর বৈরাগী শিল্পী সত্তার সাহায্যে তাঁর 'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে' আত্মনিবেদন করেছেন।

৺জ্ঞান গোস্বামী (জ্ঞান গোঁসাই) বাংলা রাগ সঙ্গীতের এক নূতন দিক উন্মোচন করেছিলেন। পরে ভীষ্মদেব বাংলা রাগ সঙ্গীতকে এক নূতন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'তব লাগি ব্যথা'য় সেই দেশী টোড়ী রাগের মূর্ছনা, 'ফুলের দিন' গানটিতে জয়-জয়ন্তীর করুণ বিলাপ মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এ ছাড়া তাঁর কিশোর বয়সের গাওয়া 'সখি লোকের কথায়' এবং 'এত কি চাতুরী' নিধুবাবুর এই বিখ্যাত টপ্পা দু'খানি আজও সঙ্গীত জগতের সকলের মুখে ফেরে।

ভীষ্মদেব আজ মহাপ্রয়াণে। তবু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর গানে—তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর জীবনাবসানে বাংলা রাগ সঙ্গীতের এক যুগের অবসান ঘটলো।

ধানের ভাগের জন্য

ধুলিয়ান, ১৪ আগষ্ট—গতকাল সামসেরগঞ্জ থানার নতুন মালঞ্চা গ্রামে ধানের ভাগ নিয়ে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে একজন গ্রামবাসী আর একজন গ্রামবাসীর ছুরির আঘাতে আহত হন।

Wanted the following temporary part-time teachers etc. Apply to the Secretary, Ad-Hoc managing committee, Mirzapur D. P. H. S. School (Higher Secondary XI—XII classes), P. O. Gankar, Dist. Murshidabad by the 31st. August, 1977.

1) Hons/M. A. in English
2) Hons/M. A. in Sanskrit
3) Hons Graduate—Librarian
4) H. S. (Science)—Laboratory Assistant.

WANTED

Trained Arts Graduate Candidates for Aurangabad Balika Vidyalaya in leave vacancy may appear at the interview on 28th August, 1977. at 9 A. M. with application and original certificates at the school premises.

Secretary,
Aurangabad Balika Vidyalaya

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ আদালত সন্নিকটে শ্রীযুক্ত রোহিণী কবিরাজের বাড়ীর বিপরীত দিকে রাস্তার পার্শ্বে ৬ (ছয়) কাঠা বসত জায়গা বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সিনিয়র এ্যাডভোকেট) মহাশয়ের সহিত সত্বর যোগাযোগ করুন।

মৌলভী আবশ্যক

পঞ্চগ্রাম আই, এস, এ, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, পোঃ নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ-এর জন্য একজন ফাজেল পাস অভিজ্ঞ মৌলভী আবশ্যক। ইচ্ছুক প্রার্থীদের ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ এর মধ্যে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ছোটর মধ্যে বড় সেরা সারকাস ইন্দিরা

নাম দেখে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথা মনে পড়ার কোন যুক্তি নাই। কারণ, ইন্দিরা সারকাসের নামকরণ প্রতিষ্ঠাতার মেয়ের নামে। ভারতবর্ষের যে কোন ছোট সারকাসের মধ্যে ইন্দিরা সারকাস বড়, সেরা সারকাস ইন্দিরা। জাপান প্রত্যাগত বেবী লোহিতার প্লাষ্টিক বোনলেসের খেলা, ট্রাপিজের খেলা, নিশানের খেলা, চাইনীজ ব্যালানসের খেলা—যে কোন খেলা বলুন না কেন, প্রত্যক্ষ করে চোখ সার্থক। এ ছাড়াও আছে জীবজন্তু ও তরুণ-তরুণীর অতুলনীয় ক্রীড়াকৌশল, শিশুদের ক্রীড়ানৈপুণ্য। মেয়েদের সুঠাম দেহের গতিশীল ছন্দ, পোশাকের জোলুস সর্বোপরি জীবন-মরণের খেলাগুলি উল্লেখযোগ্য। সারকাসের অপরিহার্য অঙ্গ হল জন্তুজানোয়ারের ক্রীড়াকৌশল। অর্থাৎ কি না দর্শকদের যা সব থেকে প্রিয়, ইন্দিরা সারকাস সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম। ইন্দিরা সারকাসে জন্তুজানোয়ারের সমাবেশ এবং তাদের ক্রীড়াপ্রদর্শন খুব উঁচু মানের না হলেও দর্শকদের অনাবিল আনন্দদানে সফলকাম। শেষের দিকে ব্রহ্মচারী নাচের ঢঙে মেয়েদের কৃষ্ণলীলা ইন্দিরা সারকাসের অন্যতম আকর্ষণ। মফঃস্বল শহরে প্রথম। সব মিলিয়ে মিনির মধ্যে ম্যাক্সির প্রচেষ্টা অর্থাৎ ছোট সারকাস ইন্দিরার বড় খেলা দেখানোর প্রচেষ্টা দর্শকদের অবাক না করে পারে না। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবেন ইন্দিরা সারকাসকে।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

উমেদার-তহশীলদারদের বেতন হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি জে এল আর ও অফিসের ২২ জন উমেদার, ৭২ জন তহশীলদার, ১২ জন পাঙ্খা বুলার ও ৭ জন সুইপার বিগত জুন-জুলাই মাসের বেতন পাননি। বেতনের জন্য তাঁরা জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন জানিয়েও কোন ফল পাননি। খবরে প্রকাশ, এস এল আর ও বা জে এল আর ও-রা এঁদের মাইনে অনুমোদনের জন্য কোন কোটা পাঠাননি। কনটিনজেনট মেনিয়ালস্ থেকে এঁদের বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। শোনা যাচ্ছে, ওই খাতে ৪০ হাজার টাকা এসেছিল, বেতন মেটানোর কথা ছিল। কিন্তু তার সবটাই অথবা সিংহভাগই নাকি ষ্টেশনারী খাতে খরচ করা হয়েছে। এবং সেই কারণেই এঁরা দু'মাসের বেতন পাননি।

আতপ-উষ্ণের টানাপড়েন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরে অখাদ্য গম ও আতপ নিয়ে বহুবার অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। মহকুমা খাদ্য নিয়ামক সেই সময় জেলা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিককে সেই অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন, কিছু নমুনাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রস্তাব করা হয়েছিল, জঙ্গিপুর মহকুমা মুসলমান প্রধান এলাকা, এখানে আতপ চাল কেউ খেতে চান না। এখানে হিন্দু বিধবারা শুধু আতপ চাল ব্যবহার করেন। কথাটি জেলা শাসকের কানে পৌঁছায়। তিনি খাদ্য দপ্তরকে লিখে পাঠান, জঙ্গিপুর মহকুমা আতপ চাল খেতে চায় না, রেশনের জন্য উষ্ণ চাল সরবরাহ করা হোক। তাঁর সুপারিশে কিছুদিন উষ্ণ চাল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিগত মাস ছয়েক থেকে পরিস্থিতি আবার ঘোরালো হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অখাদ্য আতপ সরবরাহ করা হচ্ছে, উষ্ণ চাল কালে-ভদ্রে কোন কোন সপ্তাহে। রেশনে আতপ-উষ্ণের এ হেন টানাপড়েনে জনমানসে অসন্তোষ আবার বাড়তে শুরু করেছে।

স্কুল সম্পাদকের কুকীর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যান এবং মদের একটি খালি বোতল সমেত মেয়েটিকে আটক করেন। মেয়েটির নাম ফুলচেহেরা, বাড়ি এই থানার ব্রাহ্মণীগ্রামে। তাকে জঙ্গিপুর জেল হাজতে ম্যাজিষ্ট্রেটের হেফাজতে রাখা হয়েছে। সম্পাদক ফইমুদ্দিন মণ্ডল পলাতক, এখনও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ মেলেনি স্কুলের নাইট গারডেরও। পুলিশী সূত্রের খবরে জানা গেছে, ফইমুদ্দিন মণ্ডল একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। গতকাল স্কুলের শিক্ষকরা এক সভায় মিলিত হয়েও অভিযুক্ত সম্পাদক সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে

সাগরদীঘি, ২৪ আগষ্ট—১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে এই ব্লকের বন্যেশ্বর এবং দিয়ারা উপস্বাস্থ্য-কেন্দ্র দুটি চালু করে দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পরে হবে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার বা ফারমাসিস্ট নিয়োগ করা হবে না, সপ্তাহে দুদিন করে কাজ চালাবেন বেসিক হেল্থ ওয়ারকার। কাজ চলবে 'প্রিভেনটিভ মেজারস্'-এ। এখন দুটি উপস্বাস্থ্য-কেন্দ্রের দুটি টিউবওয়েলই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। অবিলম্বে এগুলির মেরামতি দরকার।

ম্যালেরিয়াঃ সাগরদীঘি জনস্বাস্থ্য সংস্থা সূত্রের খবরে প্রকাশ, গত সপ্তাহে ব্লকের তেলাঙ্গল গ্রামে একজন গ্রামবাসী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোথেকে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, জানা যায়নি। অন্য এক সূত্রের খবর, মহকুমায় গ্যাসট্রো-এনট্রাটিস রোগের প্রকোপ বাড়ছে।

জলনিকাশী প্রতিশ্রুতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সারবরা কেন্দ্রের অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণে একমত হয়েছেন। জল নিকাশের কাজে আনুমানিক তিন কোটি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হবে। আশা করা যায় আগামী নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাস থেকে কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। প্রতিনিধি দল সেচ কমিশনার, মুখ্য সচিব এবং টেকনিক্যাল ইনজিনিয়ারদের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করেন। জেলা জনতা পারটি থেকে পাঠানো এক চিঠিতে এ খবর জানা গেছে।

চলিতেছে চলিতেছে

মাত্র কয়েক দিনের জন্য

ভারতের একমাত্র মিনি

ইন্দিরা সার্কাস

স্থান—রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দান

প্রত্যহ দুইটি প্রদর্শনী বেলা ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টা

জীবজন্তু ও তরুণ তরুণীর অপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌশল দেখে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করুন।

১ম শ্রেণী—২৲

গ্যালারি—১৲

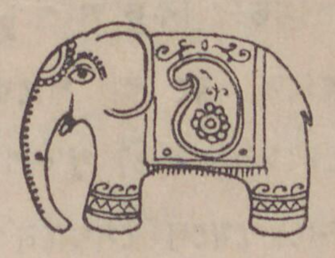

ঃ বিশেষ আকর্ষণ ঃ

জাপান প্রত্যাগত বেবী লোহিতার প্লাষ্টিক বোনলেসের খেলা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন।

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।